শয়তানের ফাঁদ

শাইখ আবদুল্লাহ আল-খাতির

অনুবাদ
মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

শয়তানের পরিচয় ---------- ৬

শয়তানের বিষয়ে আমাদের আকীদা ---------- ৬

শয়তানের বংশ ---------- ৭

শয়তানের কর্মপদ্ধতি ---------- ৮

প্রথম পদক্ষেপ : শিরক ও কুফরি ---------- ৮

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : বিদআত ---------- ৮

তৃতীয় পদক্ষেপ : কবীরা গুনাহ ও নাফরমানিসমূহ ---------- ৮

চতুর্থ পদক্ষেপ : সগীরাহ গোনাহ ---------- ৮

পঞ্চম পদক্ষেপ : বৈধ কাজে ব্যস্ত রাখা ---------- ৮

ষষ্ঠ পদক্ষেপ : তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রাখা ---------- ৯

শয়তানের প্রবেশপথ ---------- ১০

মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা এবং মন্দ-ধারণা সৃষ্টি করা ---------- ১০

বিদআতকে সুন্দররূপে তুলে ধরা ---------- ১১

একটি কাজকে ছোট করে আরেকটিকে বড় করে দেখা ---------- ১২

অলসতা এবং গড়িমসি করা ---------- ১৪

কামিলিয়াত বা পূর্ণতার সাজে অনুপ্রবেশ ---------- ১৬

নিজেকে ও নিজের সামর্থ্যকে সঠিক মূল্যায়ন না করা ---------- ১৬

সংশয় সৃষ্টি করা ---------- ১৮

শয়তানের দোসরদের পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদর্শন ---------- ২০

দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে যারা শয়তানের সহযোগী-কর্মী ---------- ২১

প্রতিকার ---------- ২২

আল্লাহর প্রতি ঈমান ---------- ২২

সঠিক উৎস থেকে শরয়ী ইলম অর্জন করা ---------- ২২

ইখলাসের সাথে দ্বীন পালন ---------- ২২

আল্লাহ তাআলার যিকির করা এবং শয়তানের থেকে পানাহ চাওয়া ---------- ২২

শয়তানের পরিচয়

শয়তানের ব্যাপারে জ্ঞান রাখা আকীদার মৌলিক বিষয়।

- শয়তান আসলে কী?
- শয়তান বাস্তবিক কিছু নাকি রূপক অর্থে অন্য কিছু?
- শয়তান বলতে কি নিছক মন্দ চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা বোঝায়—যেমনটা অনেকে মনে করে?
- শয়তান কি শরীরের মাঝে বিদ্যমান ব্যাক্টেরিয়া ও যার্ম-জাতীয় কিছু—যেমন কারো কারো ধারণা?
- শয়তান কি অনিষ্টের ইঙ্গিতবাহক শব্দ—মন্দ কিছু বোঝাতে যে শব্দকে আমরা তৈরি করেছি?
- এ বিষয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঠিক আকীদা কী?

শয়তানের বিষয়ে আমাদের আকীদা

এ বিষয়ে আমাদের আকীদা হলো—শয়তান জিন-জাতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ

> “ওই সময়কে স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, ‘আদমকে সিজদা করো।’ তখন তারা সকলেই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত, সে তার প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন করল।’[১]

আমরা জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আর শয়তান মূলত জিন-জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই শয়তান আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ وَقَدْ وُكِلَ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الملاَئِكَةِ...'

---

[১] সূরা আল-কাহাফ : ৫০

> "তোমাদের সবার সাথেই জিন ও ফেরেশতাদের মধ্য হতে একজন করে সার্বক্ষণিক সঙ্গী নিযুক্ত করা হয়েছে।"

সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথেও?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

وَإِيّاى، ولكِنَّ الله -عز و جل- أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ، فَلَا يَأمُرُنِى إلا بِحَقٍّ

> "হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে তার বিপরীতে সাহায্য করেছেন। তাই সে আমাকে শুধু সত্যের কথাই বলে।"[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَـٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
۝٤ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

> "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের কাছে, মানুষের মালিকের কাছে, মানুষের ইলাহের কাছে, জিন ও মানুষ-জাতির মধ্য থেকে মানুষের অন্তরে যে কিনা ওয়াসওয়াসা প্রক্ষেপণ করে—এমন ওয়াসওয়াসাদানকারী খান্নাসের অনিষ্ট থেকে।"[৩]

ওয়াসওয়াসা যেমন খারাপ মানুষের পক্ষ থেকে আসে, তেমনি অনেক সময় জিনদের থেকেও আসে। জিনদের মধ্যে যারা শয়তান শ্রেণীর তারা মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়।

শয়তানের বংশ

শয়তানের বংশ আছে এবং সে বংশবিস্তার করে। আল্লাহ বলেন,

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ

> "তবে কি তোমরা আমাকে রেখে শয়তান ও তার বংশধরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ?"[৪]

দুনিয়ার জীবনে মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য শয়তানের অনুসারী ও বংশধররা অব্যাহতভাবে চেষ্টা করে চলেছে।

---

[২] সহীহুল মুসলিম : ২৮১৪

[৩] সূরা নাস : ১-৬

[৪] সূরা কাহাফ : ৫০

শয়তানের কর্মপদ্ধতি

দাওয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণ কিংবা দাওয়াতের পন্থা অবলম্বন—উভয়ক্ষেত্রেই শয়তানের নির্দিষ্ট কিছু কৌশল রয়েছে। সে কৌশলগুলো সে সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করে।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কারো মাঝে অনুপ্রবেশ করে তাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য শয়তানের ছয়টি পদক্ষেপ রয়েছে।

প্রথম পদক্ষেপ : শিরক ও কুফরি

শয়তানের প্রথম চেষ্টা থাকে, মানুষ যেন শিরক কিংবা কুফরি করে। তবে ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় তাহলে সে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : বিদআত

শয়তান মানুষকে দিয়ে বিদআতী কাজকর্ম করায় এবং বিভিন্ন বিদআতকে প্রায়োগিক রূপ দেয়। তবে ব্যক্তি যদি আহলুস সুন্নতের লোক হয়, তখন সে এখানেও ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে অগ্রসর হয়।

তৃতীয় পদক্ষেপ : কবীরা গুনাহ ও নাফরমানিসমূহ

শয়তানের তৃতীয় ধাপ হলো সে মানুষকে দিয়ে কবীরা গুনাহ ও আল্লাহর অবাধ্যতা করায়। আল্লাহ তাআলা যদি ব্যক্তিকে নাফরমানি ও গোনাহ থেকে হিফাজত করেন, তাহলে শয়তান ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে; তবে হাল ছাড়ে না।

চতুর্থ পদক্ষেপ : সগীরাহ গোনাহ

চতুর্থ পদক্ষেপে শয়তান মানুষকে দিয়ে সগীরাহ বা ছোট ছোট গুনাহ করায়। আল্লাহ যদি ব্যক্তিকে সগীরাহ গুনাহ থেকেও হিফাজত করেন, তখন শয়তান মানুষকে অন্য কৌশলে (বিভ্রান্ত করতে) ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পঞ্চম পদক্ষেপ : বৈধ কাজে ব্যস্ত রাখা

শয়তান যখন মানুষকে কোনো ধরনের গোনাহে লিপ্ত করতে পারে না, তখন (যে কাজে কোনো সওয়াব ও ফায়দা নেই, এই ধরনের) বিভিন্ন বৈধ কাজে ব্যস্ত রাখে। মানুষ বৈধ কাজে ব্যস্ত থেকে তার সময় নষ্ট করে। ফলে আল্লাহ যে-সমস্ত কাজের আদেশ করেছেন, সে-সমস্ত কাজ তার দ্বারা আর (আগের মতো) হয়ে ওঠে না।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ : তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রাখা

শয়তান মানুষকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল থেকে বিরত রেখে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ আমলে ব্যস্ত রাখে। ফলে ব্যক্তির দ্বারা উত্তম কাজ সম্পাদিত হলেও এর চেয়েও আরো যে উত্তম কাজ সে করতে পারত, তা থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন : কেউ ফরয রেখে সুন্নত নিয়ে ব্যস্ত থাকল। অর্থাৎ কেউ সুন্নত নিয়ে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, এর কারণে ফরয ছুটে গেল।

শয়তান তার দাওয়াত নিয়ে বেশ তৎপর। ধীরে ধীরে সে দাওয়াতের গভীরে অনুপ্রবেশ করে এবং পর্যায়ক্রমে ওপরের দিকে অগ্রর হয়।

শয়তানের কৌশল হলো সে 'এক কদম' 'এক কদম' করে এগিয়ে মানুষকে গ্রাস করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٞ مُّبِينٞ

> "আল্লাহ তাআলা তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে খাবার গ্রহণ করো, তবে শয়তানের কদম অনুসরণ কোরো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৫]

একজন ব্যক্তিকে নিয়ে শয়তানের কৌশল থাকে একটু একটু করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত এভাবেই সে তাকে নিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে।

শয়তান সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই তার অবস্থা অনুযায়ী অনুপ্রবেশ করে :

- দুনিয়াবিমুখের কাছে যায় দুনিয়াবিমুখতার সুরতে
- আলেমের কাছে যায় ইলমের দরজা দিয়ে
- মুর্খের কাছে যায় অজ্ঞতার পথ ধরে

---

[৫] সূরা আনআম : ১৪২

শয়তানের প্রবেশপথ

শয়তানের অনুপ্রবেশের অসংখ্য-অগণিত পথ আছে। এর থেকে কিছু উল্লেখ করছি :

১. মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা এবং মন্দ-ধারণা সৃষ্টি করা

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ إِبْلِيْسَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدُهُ الصَّالِحُوْنَ... وَلَكِن يَسْعَى بَيْنَهُمْ فِي التَّحْرِيْشِ

> “ইবলিস এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, মানুষ তার ইবাদত করবে। তাই সে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।”[৬]

অর্থাৎ সে মানুষের মাঝে বিবাদ, বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং একজনের মাধ্যমে অন্যজনকে ব্যস্ত রাখে। আরেক রেওয়াতে এসেছে,

قد يئس الشيطان أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب

> “জাযিরাতুল আরবে সালাত-আদায়কারীরা তার ইবাদত করবে, এ বিষয়ে শয়তান হতাশ।”

মন্দ-ধারণা সাধারণত শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে। উম্মুল মুমিনীন সফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এতেকাফ করছিলেন। এক রাতে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এবং (কিছুক্ষণ) কথা বললাম। এরপর ফেরার জন্য যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন তিনিও আমাকে কিছুটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য উঠলেন। এ সময় দুজন আনসারী সাহাবী আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে আরো দ্রুত চলতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

على رسلكما، إنها صفية بنت حيي

“থামো! সে (আমার স্ত্রী) সফিয়্যা বিনতে হুয়াই।”

---

[৬] সহীহুল মুসলিম : ২৮১৬

সাহাবীরা বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আপনার ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাবার তো প্রশ্নই আসে না)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

> إن الشيطان يجرى من بنى آدم مجرى الدم، وإنى خفت أن يقذف فى قلوبكما شرا
>
> “শয়তান আদম-সন্তানের রক্ত-প্রবাহে চলাচল করে। আমার আশঙ্কা হলো, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনো অনিষ্ট প্রক্ষেপণ করে কি না!”[৭]

(দেখুন), রাতের বেলা একজন পুরুষ একজন নারীর সাথে চলছে। এখানে সন্দেহ ও খারাপ ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারাপ ধারণার সম্ভাবনাটুকুও দূর করার জন্য বললেন, “তোমরা থামো, এ হলো সফিয়্যা।”

এজন্যই সন্দেহের সম্ভাবনা আছে—কেউ যদি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তার জন্য ওয়াজিব হলো, যে দেখছে বা শুনছে তার কাছে বাস্তবতা স্পষ্ট করে দেওয়া, যেন মন্দ-ধারণার অবকাশটুকুও আর না থাকে।

মন্দ-ধারণা শয়তানের অন্যতম প্রবেশপথ। শয়তান সব সময় আপনার পিছনে লেগে আছে। সে চেষ্টা করে, আপনি যা কিছু শুনছেন, সবকিছুরই যেন একটা নেতিবাচক অর্থ গ্রহণ করেন। (এভাবে) শয়তান মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়।

সুলাইমান বিন সারদ বলেন, একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বসা ছিলাম। তখন দুজন ব্যক্তি একজন আরেকজনকে গালি দিল। ফলে তাদের একজনের চেহারা (রাগে) লাল হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আমি এমন একটা কালেমা জানি, সেই কালেমা যদি সে বলত, তাহলে তার এ অবস্থা দূর হয়ে যেত। তা হলো,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।”

২. বিদআতকে সুন্দররূপে তুলে ধরা

শয়তানের আরেকটা প্রবেশপথ হলো মানুষের সামনে বিদআতকে সুন্দররূপে তুলে

[৭] বুখারি ও মুসলিম